কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!
আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd June, 2026

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

June, 2026 Volume-XII, Issue-IV | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

নতুন শর্ত

নয়াদিল্লি- নির্বাচন কমিশনের তালিকাযুক্ত 'সন্দেহভাজন নাগরিকরা ফের পরীক্ষার মুখে। তাদের নাগরিকত্ব যাচাই করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিরোধীরা বিষয়টাকে ঘুরপথে এনআরসি হচ্ছে বলে দাবি করছেন।

বাতিল হল 'নিট'

নয়াদিল্লি- ফের প্রশ্ন ফাঁস নিটের। বাতিল করা হল নিট। ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। এই ঘটনায় ১৫ জনকে আটক করেছে এসওজি।

ভাবছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি- ৬ ডলারের নিরীখে তলিয়ে যাওয়া টাকার দামকে স্থিতিশীল করতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যেমন সুদের হার বৃদ্ধি। জুন-আগস্টের ঋণনীতিতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমতে পারে।

প্রথম এলআইসি

নয়াদিল্লি- গত জানুয়ারি-মার্চে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করেছে এলআইসি। এর মুনাফার পরিমাণ ২৩,৪২০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বাধিক।

প্রয়াত সুমন কল্যাণপুর

মুম্বই- খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর (৮৯) ৩১মে মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। শিল্পীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বহু বিশিষ্ট জনেরা।

এক পলকে রাজ্য

ঝড়ে মৃত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রবল কাল-বৈশাখীর তান্ডবে ২৯ মে দুই কিশোরসহ ৬ জনের মৃত্যু হল। এদের মধ্যে দু'জন কলকাতার, দুর্বল পশ্চিম মেদিনীপুরের এবং বাকিরা পুরুলিয়ার। এদিন ঝড়ের সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘণ্টায় ৮৮ কিমি।

সুজিত হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি- পুর নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ১১ মে রাতে রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করল ইডি।

রাজ্যে জনগণনা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি- আগস্ট মাসের শুরু থেকেই রাজ্যে জনগণনার কাজ শুরু হচ্ছে। এবারই প্রথম ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য নথিবদ্ধ করা হবে। নিজের তথ্য নিজেই নথিবদ্ধ করা যাবে। ২০১১ সালে শেষবার জনগণনার কাজ হয়েছিল।

অভয়া কাণ্ড ঃ তিন অফিসার সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি- আর জি কর কান্ড নিয়ে পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। এই চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন-ধর্ষণের ঘটনা তদন্তে সেই সময়ে যুক্ত তিন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করা হল। শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত।

প্রয়াত অনীক দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি- ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন বাংলা ছবি ও বিজ্ঞাপন জগতের প্রখ্যাত পরিচালক অনীক দত্ত (৬৬)।

শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা

পূর্ণমন্ত্রী

- দীপক বর্মন
- তাপস রায়
- শংকর ঘোষ
- মনোজকুমার ওঁরাও
- অর্জুন সিং
- গৌরীশংকর ঘোষ
- জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
- স্বপন দাশগুপ্ত
- কল্যাণ চক্রবর্তী
- দুধকুমার মণ্ডল
- অজয় পোদ্দার
- অরূপকুমার দাস
- শারদ্বত মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত

- ইন্দ্রনীল খাঁ
- মালতী রাভা রায়
- রাজেশ মাহাতো

প্রতিমন্ত্রী

- জুয়েল মুর্মু
- হরেকৃষ্ণ বেরা
- আনন্দময় বর্মন
- অশোক দিন্দা
- নদিয়ারচাঁদ বাউড়ি
- বিশাল লামা
- দিবাকর ঘরামি
- শান্তনু প্রামাণিক
- পূর্ণিমা চক্রবর্তী
- মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
- উমেশ রাই
- কৌশিক চৌধুরী
- ভাস্কর ভট্টাচার্য
- কলিতা মাজি
- বিরাজ বিশ্বাস
- দীপঙ্কর জানা
- সুমনা সরকার
- অমিয় কিস্কু
- গার্গী দাস ঘোষ

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাবে বেহাল দেশের আর্থিক কাঠামো

নিজস্ব প্রতিনিধি- দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি কোন প্রধানমন্ত্রীকে যা বলতে শোনা যায় নি, এবার সেটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এমন একটা বিপদ সংকেত দিলেন, যার উদাহরণ অতীতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তেলের দাম এক সপ্তাহের মধ্যে চারবার বৃদ্ধি পেল। সেই নরেন্দ্র মোদীর কথাতেই ফিরে আসা যাক। 'অব কি বার একশো পার'। এই খবর লেখা পর্যন্ত কলকাতায় প্রেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১১৪ টাকার কাছাকাছি। ডিজেল প্রতি লিটার ৯৯.৮২ টাকা। বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম দুই লপ্তে তিন হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এরপরেও দাম আরও বাড়তে পারে বলে আভাষ দিয়েছে কেন্দ্র। গৃহস্থালীর রান্নার গ্যাসের দাম এখন হাজার ছুঁই ছুঁই। রাজ্যে বিধানসভার ভোট হওয়া ইস্তক দেশের এই করুন অবস্থার কোন আভাস পাওয়া যায় নি। এখন ভোট শেষ, ধীরে ধীরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আসল চেহারাটা ফুটে বের হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে পেট্রোলিয়াম পণ্যের খরচ কমাতে বলেছেন, ভোজ্যতেলের ব্যবহার কমাতে হবে, সোনার গয়না কেনা এক বছর বন্ধ রাখতে বলেছেন, বিদেশ যাত্রা কমাতে বলেছেন, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার কথা বলেছেন। একসঙ্গে এতগুলো সাবধানবানী শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অতীতে ১৯৯১ সালে দেশের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট সময়েও একথা শোনা যায় নি। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার পেছনে রয়েছে বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টি। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে

পশ্চিমবঙ্গের দখল নেওয়ার পর জনতা জনার্দনকে প্রণাম মোদীর

ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড পরিমাণে পৌঁছেছে। আমদানি বেড়েছে অথচ রপ্তানি স্থির হয়ে রয়েছে। আমেরিকা-ইজরায়েলের ইরান যুদ্ধের একটা প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্কবার্তা যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ। সোনার আমদানি বাড়ছে, রুপোর আমদানি বাড়ছে অথচ রত্ন ও গয়নার রপ্তানি ৫ শতাংশ কমেছে। ভোজ্য তেল, সার ইত্যাদি ক্ষেত্রের অবস্থাও যথেষ্ট ভয়াবহ। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের সার আমদানি বাবদ খরচ প্রায় ৮০ শতাংশ বেড়ে গেছে। ভোজ্যতেলেও একই অবস্থা। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমাবার জন্য কোনও দীর্ঘ মেয়াদি প্রস্তুতি নেই।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের 'মেড ইন ইন্ডিয়া'-র জিনিস ব্যবহার করতে বলছেন। কিন্তু ২০২০ সালে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে প্রত্যাশিত সাফল্য অধরাই থেকে গেছে। বিশেষভাবে বলা যেতে পারে, চিনের ওপর আমদানি নির্ভরতা তেমনভাবে কমেনি। ছ'বছর অতিক্রান্ত, বিপুল বাজেট বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু ইলেকট্রনিক দ্রব্য আমদানি নির্ভরতা একেবারেই কমেনি। উল্টে আমদানি বেড়েছে ২০ শতাংশেরও বেশি। আত্মনির্ভরতার কথা এবং বাস্তবের অবস্থার মধ্যেকার ফারাকটা যথেষ্টই চোখে লাগছে।

বাণিজ্য ঘাটতির ফলে আরও একটি বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ভারতীয় টাকার পতন দ্রুত হারে হয়ে চলেছে। এই অবস্থা সামাল দিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে হস্তক্ষেপ করছে, যাতে ধস না নামে। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় ২,১০০ কোটি ডলারেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। আরও কমে গেলে অর্থনীতির পক্ষে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির দিনলিপি

সঞ্জীব আচার্য্য

এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ডিমেনশিয়ার কারণগুলো জটিল এবং বহুবিধ। অনেক ক্ষেত্রেই এর সাথে পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকির কারণগুলোর যোগসূত্র পাওয়া গেছে—এমন কারণ যা উপযুক্ত জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা অন্তত ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা যাবে। এই পরিবর্তনযোগ্য কারণগুলো ডিমেনশিয়ার ঝুঁকির ৫৪%-এর জন্য দায়ী বলে জানা যায়। বিশেষ করে, ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া এই ধরনের কারণগুলোর সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার বহু বছর আগে থেকেই ডিমেনশিয়া শুরু হয়। জীবনের শুরুতেই এই ঝুঁকির কারণটি মোকাবিলা করলে পরবর্তী জীবনে ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে।

অতি সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিজ্ঞানীরা রক্ত-ভিত্তিক এমন একটি মডেল

তৈরি করেছেন যা নিয়ে প্রায় তিন থেকে চার বছরের ব্যবধানে অনুমান করা যায় যে আলঝেইমার রোগের লক্ষণগুলো কখন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, একটিমাত্র রক্ত পরীক্ষা একটি জৈবিক ঘড়ি হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এই গবেষণাটি এখনও পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বৃহত্তর এবং আরও বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হলে এটি আলঝেইমার রোগের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের প্রাথমিক শণাক্তকরণ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ৫৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ অ্যালঝেইমার্স রোগ এবং অন্যান্য ধরনের স্মৃতিভ্রংশ নিয়ে জীবনযাপন করছেন এবং এই সংখ্যা যত দিন যাচ্ছে তত দ্রুত বাড়ছে।

এখানে - ওখানে

কবিপক্ষে সমাজসেবীদের ভূষিত করা হল সেরাম জীবনদেবতা সম্মানে

জীবনদেবতা সম্মান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন প্রতিবছরই এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। এবছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচিনের কারণে এই কর্মসূচী বেশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। রক্তদান কর্মসূচী, সেরাম জীবনদেবতা সম্মান প্রদান এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উদ্‌যাপন হতে গেল যথাক্রমে ৮ এবং ৯ মে-তে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অডিটোরিয়ামেই দুটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

খুব অল্প সময়ের প্রচারে সাড়া দিয়ে ৮মে অডিটোরিয়ামে রক্তদান উৎসবে প্রায় শতাধিক রক্তদাতা তাঁদের রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে দু-চার কথা বলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এছাড়া গোটা রক্তাদান পর্বেই সশরীরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেছেন সম্পাদক।

যারা নীরবে সমাজের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন, তাঁদেরকে 'সেরাম জীবনদেবতা' সম্মানে ভূষিত করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

বিশেষভাবে সক্ষম 'ভরসা'-র ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে সম্মান প্রদান এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

এবছর এই সম্মান প্রাপকের তালিকায় ছিলেন ডঃ সত্যব্রত্য ভট্টাচার্য্য, ডাঃ তনুশ্রী কুণ্ডু, প্রবীর কর্মকার, শোভন বোস, ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য এবং ডাক্তার শেখর ঘোষ। এই ছ'জনই তাঁদের স্ব স্ব কর্মপরিধির মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে জনসেবা করে চলেছেন। মৌলডাঙ্গা শ্রীনিকেতনে বীণাপানি এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং বীণাপানি আশ্রমের কর্ণধার ডঃ সত্যব্রত্য ভট্টাচার্য্য । তিনি একজন শিক্ষাবিদ্। এই ট্রাস্ট এবং আশ্রমকে সামনে রেখে বহুবিধ সেবামূলক কর্মকাণ্ড নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠানে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় সমাজের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেছেন। বক্তৃতায় তিনি তুলে ধরেছেন দেশভাগের আগের অবস্থা থেকে শুরু করে দেশভাগের পরবর্তী পরিস্থিতি। ডাঃ শেখর ঘোষের এলাকায় জনসেবার জন্য যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এছাড়া তিনি সংগঠনের ক্লিনিকে নিঃখরচায় রোগী দেখেন। ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তিনি শুধুই চিকিৎসকই নন,সাহিত্যেও তাঁর ব্যুৎপত্তি অসাধারণ। কবি হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। ডাঃ তনুশ্রী কুণ্ডু সরকারি চাকুরিজীবী হলেও তিনি তাঁর কাজের পরিধির মধ্যে নাগাড়ে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। লিটল গিফট্ ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার সরকারি চাকুরিজীবী। কিন্তু তাঁর সমাজসেবা নজরে পড়ার মতো। যেখানেই বিপদ ঘিরে ধরে সাধারণ মানুষকে, সেখানেই তাঁদের পরিত্রাতা হিসেবে হাজির হয়ে যান প্রবীর কর্মকার। জনসেবার কাজে নিজেকে সমর্পিত করাই তাঁর মূল ব্রত।

সমাজসেবা করার ব্রত নিয়েই অনুপ্রেরণা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের জন্ম দিয়েছেন শোভন বোস। ছোট পরিসরে নিখুঁতভাবে এই সমাজসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অনুপ্রেরণা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

গোটা অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে উদ্ধৃতি তুলে পাঠ করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে ভরসার শিক্ষিকারা এবং রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। তরুন সাহা রবীন্দ্র সংগীত, আবৃত্তি করেন নাজমুল হক। সেই সাহা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানেও সম্মান প্রাপকদের অনুরোধে বিশেষ সম্মান গ্রহণ করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

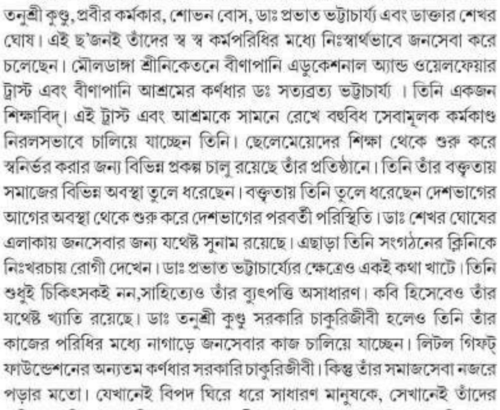

ইছাপুর বাপুজি কলোনীর সুরশহরী মিউজিক স্কুলে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- ব্যারাকপুরে গ্যালাক্সি মাল্টি স্পেশ্যালিস্ট হাসপাতালের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৪ মে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, এই মারণরোগ থেকে মুক্তির উপায় এখনও উদ্ভাবন হয়নি। কিন্তু এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। একমাত্র মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসার ঘটিয়ে একটা সুন্দর থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক স্বয়ং। ক্যুইজ শেষে সফল উত্তর দাতাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্যালাক্সি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান স্বপন ব্যানার্জি সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

মাদুরদহে থ্যালাসেমিয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- মাদুরদহ সত্যভূতি বিদ্যালয়ের সৌজন্যে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনে এবং লায়ন্স ক্লাব অফ নর্থ ক্যালকাটার উদ্যোগে ১৬ মে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা। সচেতনতা শিবিরে মূল বক্তা ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, প্রয়োজন বলে জানান সঞ্জীব আচার্য্য। জন্মের একবছর পর থেকে শুরু করে বিবাহের আগে মাত্র একবার এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। বাহকের সঙ্গে বাহকের বৈবাহিক সম্পর্ক হেতু পরবর্তী প্রজন্মের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যদিও বাহক কোনও রোগ নয়। একজন বাহক সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর একটি ক্যুইজও করা হয়। ক্যুইজে সফল উত্তরদাতাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই শিবিরে ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করান। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়াই কে বিহানি, রাখাল রায় প্রধানা শিক্ষিকা মিতা মিত্র, লায়ন্স ক্লাবের পদাধীকারীগণ সহ অন্যান্যরা।

সাম্প্রতিক নর্থের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কবি প্রণাম

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- উত্তর কলকাতা হালদার বাগানের সাম্প্রতিক নর্থের উদ্যোগ ১০ মে হয়ে গেল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। উৎসবের মেজাজে চলে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক নর্থের এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত আরও বেশি বেশি করে এই ধরনের জন-সংযোগমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাজের ভেতরে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন সাম্প্রতিক নর্থের সম্পাদক সুমিত পাল সহ অন্যান্যরা।

অঙ্কন প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহের মাথায় ১৭মে সাম্প্রতিক নর্থের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান এবং আবৃত্তিকে পুঁজি করে শিল্পীরা তাঁদের নৈবেদ্য সাজান। রবীন্দ্র নৃত্য থেকে শুরু করে আবৃত্তি করেন বহু শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ভাষণ ও আবৃত্তি করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

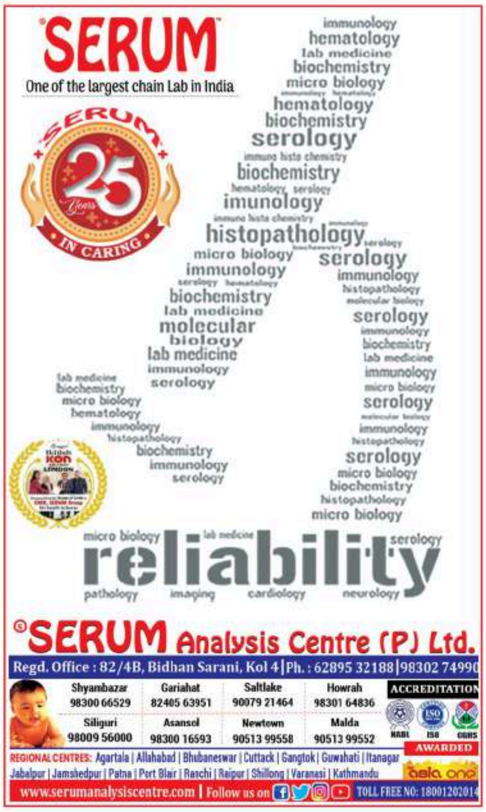

নাশকতার শিকার জাফর এক্সপ্রেস

কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ

কোয়েটা- বালোচ জঙ্গিরা আঘাত হানল জাফর এক্সপ্রেসে। বালুচিস্তানের কোয়েটায় জাফর এক্সপ্রেসে ঘটানো বিস্ফোরণে নিহত হলেন অন্তত ২৪ জন। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও অনেকে। এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। ওই ট্রেনে থাকা পাক সেনাদের লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর আগেও একবার জাফর এক্সপ্রেসকে নিশানা করেছিল বালোচ জঙ্গিরা। গত বছরের মার্চ মাসে ট্রেনটিকে ছিনতাই করে তারা। পণবন্দি করা হয় ৪৪০ জনকে। বালোচ জঙ্গিদের দাবি, হামলায় ৩০ জন পাক সেনা নিহত হন। ৩৩ জন বালোচ জঙ্গিও নিহত হয়েছে। ট্রেনটি সকালে কোয়েটা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন ছেড়ে চমন পাঠকের কাছে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে যায়। ঈদের জন্য বাড়ি ফিরছেন পাক সেনা ও তাদের অনেক সদস্য তখনই বিস্ফোরক ভর্তি একটি কামরা হঠাৎ বিকট শব্দে ফেটে যায়। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী বালুচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ছে বালোচ জঙ্গিরা।

পুরনো পরিচয়ে ফিরছে লাহোর

লাহোর- প্রায় ৮০ বছর পরে পুরনো সংস্কৃতি ফিরে আসছে লাহোরে। শহরের বিভিন্ন পুরনো এলাকায় হিন্দু, শিখ, জৈন এবং ব্রিটিশ আমলের নাম আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ইসলামপুরার নাম বদলে হচ্ছে কৃষ্ণনগর। বাবরি মসজিদ চক-এর নাম হচ্ছে জৈন মন্দির চক। সুন্নতনগরে হচ্ছে সন্তনগর। রহমান গলির নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে, সেটার নাম হবে রাম গলি এবং মুস্তাফাবাদ ফিরে পাচ্ছে তাঁর পুরনো পরিচয় ধরমপুরা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের সভাপতিকে মন্ত্রিসভার বৈঠকে লাহোর এবং আশপাশের বিভিন্ন রাস্তা ও এলাকার ঐতিহাসিক নাম পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নয়টি এলাকায় সরকারি নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ভার্টিকান- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর বিপক্ষে সওয়াল করে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করলেন পোপ চতুর্দশ লিয়ো। ডেভেলপারদের মুনাফার পরিবর্তে মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পোপের মতে, বর্তমানে মানবজাতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এআই। সমাজে যাবতীয় ভাল কাজ কখনই এআই-এর মাধ্যমে করা ঠিক নয়। কারণ তাতে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশি। এই প্রযুক্তির সাহায্যে কোনরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত বলে মনে করেন পোপ।

সাগর পারের

টুকিটাকি

পুতিনের কথা

মস্কো- চিন সফরের আগে ভিডিয়ো বার্তায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানান, জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা সহ একাধিক বিষয়ে রাশিয়াও চিন একে অপরকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। পুতিন বলেন, 'মস্কো ও বেজিংয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক অবস্থা ও বোঝাপড়ায় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব স্তরে পৌঁছেছে।' আমেরিকাকে টাইট দিতে পুতিন ঘুরিয়ে অনেক কথাই বলছেন।

ইবোলা দেখতে কঙ্গো গেলেন হু-প্রধান

কিনশাসা- ইবোলার আক্রমণে বিধ্বস্ত অবস্থা কঙ্গোর। সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই ইবোলার জেরে দেশে মৃত্যু হয়েছে ২২৩ জনের। আরও ন'শতাধিক মানুষের দেহে ইবোলার উপসর্গ মিলেছে। এরই মধ্যে কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় পৌঁছলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ট্রেড্রোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস।

ইবোলা প্রতিরোধে কঙ্গোয় এসে পৌঁছল ইউনেস্কোর ওষুধ

কঙ্গোবাসীর মধ্যে আস্থা ফেরার জন্যই তিনি কিনশাসায় এসেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীদের কঙ্গোয় পাঠানো হচ্ছে ইবোলার কাজ করতে। কঙ্গো ছাড়াও উগান্ডায় ইবোলার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে।

'মিনাব ১৬৮' বিমানে করে নয়াদিল্লিতে 'ব্রিকস' বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মিনারের একটি প্রাথমিক স্কুলে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র হানায় প্রাণ যায় ১৬৮ জনের। সেই তালিকায় রয়েছে সেই স্কুলের অনেক শিশুছাত্রী। বিমানের বহু আসনে রাখা হয়েছে নিহতদের ছবি। এই বিমানটি নিয়েই আরাঘচি পাকিস্তানে শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯১৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

আমাদের ঋতুচক্রের প্রথম ঋতু হল গ্রীষ্মকাল। বাংলা নববর্ষ থেকে যার সূচনা বলে ধরা হয়। কবিগুরুর গান দিয়ে আমরা আহ্বান করি, এসো হে বৈশাখ, বলে।

কিন্তু তীব্র গরমের ফলে নানারকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন—

শরীরের জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন (Dehydration) ভীষণ গরমের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ থাকলে এরকম হতে পারে। তার সাথে যদি পর্যাপ্ত জল না খাওয়া হয়, আরও সমস্যা হতে পারে। জলের সাথে সাথে শরীরে খনিজ লবণের, যেমন সোডিয়াম পটাশিয়ামের অভাব ঘটতে পারে। শরীর দুর্বল লাগে, রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

হিট ক্র্যাম্প (Heat Cramps) ঃ অতিরিক্ত গরমের ফলে শরীরের মাংসপেশীতে টান পড়া বা ব্যথা হতে পারে।

হিট এগজশন (Heat exhaustion) ঃ প্রচণ্ড গরমের প্রচুর ঘাম হওয়া, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বমি ভাব, প্রচণ্ড তেষ্টা পাওয়া ইত্যাদি।

হিট স্ট্রোক (Heat Stroke) ঃ অনেকক্ষণ ধরে অতিরিক্ত গরমের মধ্যে থাকলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক আচরণ, প্রচণ্ড দুর্বলতা, তীব্র মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, দ্রুত হৃদস্পন্দন, ত্বক গরম এবং লাল হয়ে যাওয়া, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, হতে পারে এবং চরম অবস্থায় রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে পারে।

প্রচণ্ড গরমে হাঁচি, কাশি জ্বর প্রভৃতি হতে পারে। চর্মরোগ, যেমন ঘামাচি, অ্যালার্জি, র‍্যাশ প্রভৃতি হতে পারে। ডায়ারিয়া ও পেটের সমস্যা হতে পারে।

এইসব সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য বেশিক্ষণ রোদে থাকা এড়িয়ে চলা এবং যথাসম্ভব ছায়াযুক্ত স্থানে থাকা প্রয়োজন। ছাতা ব্যবহার করলে চড়া রোদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রোদচশমা বা সানগ্লাস তীব্র রোদের থেকে চোখকে রক্ষা করতে পারে। হালকা সুতির পোষাক পরলে সুবিধা হয়। যাদের বাইরে বেশিক্ষণ কাজ করতে হয়, তাদের মাঝে মাঝে ছায়ায় চলে গেলে ভালো হয়। মাঝে মাঝেই জল বা জলীয় জিনিস, ডাবের জল, দই লস্যি, তরমুজ প্রভৃতি খেয়ে নিতে হবে। হাল্কা খাবার খাওয়া উচিত, বেশি তেলমশলাযুক্ত খাবার বর্জন করা দরকার। বারবার চান করতে হবে।

তাপমাত্রাজনিত সমস্যার চিকিৎসা

শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন হলে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে এবং নুন চিনির জল অথবা ওআরএস (Oral rehydration solution) দিতে হবে। যদি মুখে ঠিকমত খাওয়ানো না যায়, তবে ইন্ট্রাভেনাস, অর্থাৎ স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরে জলের অভাব পূরণ করতে হবে। রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়ামের মাত্রা পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় কম আছে তাহলে সেইমত ব্যবস্থা করা যায়।

প্রশ্নঃ হান্টা ভাইরাস ঘটিত রোগ সম্পর্কে জানতে চাই

বিপাশা সরকার, শিলিগুড়ি

উত্তরঃ হান্ট ভাইরাস বা ইঁদুরের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয় নানারকমের উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। এটি ছড়ায় ইঁদুরের লালা, প্রস্রাব বা অন্যান্য দেহরস থেকে। সরাসরি সংস্পর্শে থেকে বা হাওয়াবাহিত এরোসল থেকে এই জীবাণু একজনের থেকে আর একজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির থেকেও অন্যদের শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কিছুতে এই ভাইরাস থাকলে তাতে হাত দিয়ে সেই হাত চোখে মুখে দিলে সংক্রমণ হতে পারে।

উপসর্গ ঃ প্রথমদিকে জ্বর, কাঁপুনি, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি, ডায়রিয়া, পেট ব্যথা প্রভৃতি হয়। পরের দিকে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ লাগা, বুক ধড়ফড় করা এইসব হতে পারে। দু'রকমের জিনিস হয়। যেমন—

১. হান্টাভাইরাস পালমোনারী সিনড্রোম যা আমেরিকায় দেখা যায়। এটি শুরু হয় সর্দিকাশির উপসর্গ থেকে, পরে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

২. হেমরেজিক ফিভার উইথ রেনাল সিনড্রোম। এটি ইউরোপ ও এশিয়ায় দেখা যায়। জ্বর, রক্তপাত কিডনির সমস্যা দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। সাপোর্টিভ কেমার দেওয়া দরকার। শরীরে জলের মাত্রা যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে।

এই অসুখ প্রতিরোধ করার জন্য ইঁদুরদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। আক্রান্ত রোগীকে আলাদা করে রেখে চিকিৎসা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ হায়েটাস হার্নিয়া সম্পর্কে জানতে চাই। *শতাব্দী দত্ত, সল্টলেক*

উত্তর ঃ হায়েটাস হার্নিয়া (Hiatus Hernia) হল এমন একটি অবস্থা যেখানে আমাদের পাকস্থলীর (stomach) ওপরের অংশ পেট থেকে বুকে চলে আসে, ডায়ফ্রাম (Diaphragm) বা মধ্যচ্ছদার দুর্বল কোন ফাঁক দিয়ে। এই অংশ আর পেটে ফিরে যেতে পারে না, যার ফলে অনেক সময়েই নানারকমের উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সম্ভাবনা বাড়ে। পেটের মধ্যে চাপ পড়লে, যেমন গর্ভাবস্থায়, অতিরিক্ত কাশি বা বমি হলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে, শরীরের ওজনের বেশি হলে বেশি ওজন তুললে এই অবস্থা হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই এর কোন উপসর্গই থাকে না, পরীক্ষা করলে দেখা যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন পেটে এবং বুকে জ্বালা করা, পেট ফুলে যাওয়া, বুক ব্যথা করা, বমিভাব, কখনও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি। এর মধ্যে অনেকগুলিই গ্যাসট্রোইসো ফেজিয়াল রিফ্লাক্স এর উপসর্গ, যা এই অবস্থায় হতে পারে। অল্প থেকে বেশি হতে পারে এইসব উপসর্গের তীব্রতা।

এই অবস্থা থেকে যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলি হল খাদ্যনালীর প্রদাহ, খাদ্যনালী সরু হয়ে যাওয়া, ব্যারেটস ইসোফেগাস, গ্যাসট্রো ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া প্রভৃতি।

রোগনির্ণয় ঃ কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়, যেমন বুকের এক্সরে, এন্ডোস্কোপি, ম্যানোমেট্রি ইত্যাদি।

চিকিৎসা ঃ ওষুধ, যেমন অ্যান্টাসিড, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কখনও বা অপারেশন করতে হয়, যখন খুব বেশি সমস্যা দেখা দেয়।

প্রঃ আমরা বিভিন্ন সময়ে ইনফেকশনের জন্য অনেক অ্যান্টি বায়োটিক খেয়ে থাকি। এইসব ওষুধের সাইড এফেক্ট এবং কিভাবে সতর্ক থাকা যায়, তা জানতে চাই।

কৃষ্ণা চ্যাটার্জি, বালিগঞ্জ

উঃ হ্যাঁ। আমাদেরকে বিভিন্ন সময় অ্যান্টিবায়োটিক নিতেই হয়। জ্বর, সর্দিকাশি, ডায়েরিয়া, ইউরিনারি ইনফেকশন এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিছুক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা Side Effect দেখা দিতে পারে।

অ্যালার্জি (Allergy Reactions) ঃ কখনও বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক থেকে গায়ে দাগ, চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও আরও সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে, যেমন Stevens Jhonson Syndrome। এক্ষেত্রে পুরো শরীরে Rashes দেখা দেয়।

প্রঃ ASD-র চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই। *শতদল দাস, হাওড়া*

উঃ ASD বা Atrial Septal Defect হল এরকম জন্মগত হার্টের অসুখ (Congenital Heart Disease), যেখানে হার্টের দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দের মধ্যে যে দেওয়া থাকে তাতে ছিদ্র দেখা দেয়।

সম্পাদকীয়

দৃঢ়সংকল্প

সম্প্রতি প্রথম বার্ষিকী হয়ে গেল 'অপারেশন সিঁদুর'-এর। গতবছর এপ্রিল মাসে পহেলগামে বীভৎস সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের তরফে পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছিল। আজও সেই ৮৮ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানের শক্তিশালী আবেগ নিয়ে দেশ জুড়ে চর্চা অব্যাহত। সেই সময়ের মধ্যে ভারত পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নয়টি তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীর ডেরায় হামলা চালায়। পাকিস্তানের কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে আঘাত হানে। পাকিস্তানের ড্রোন এবং ক্ষেপনাস্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে এতখানি প্রতিক্রিয়া দেখানো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও এ দেশের সরকার এই সামরিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে বাকি বিশ্বকে একটা স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, এই ধরনের আগ্রাসন প্রথমে তাদের পক্ষ থেকে করা হয়নি। বরং এই উত্তেজনাবৃদ্ধির পেছনে ইসলামাবাদের সরাসরি যোগ ছিল।

একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা খুবই জরুরি। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদকে এখন আর শুধু নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন করে অনুপ্রবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক হবে না। কারণ পহেলগাম হামলার পেছনে ছিল স্থানীয় উগ্রবাদের ছাপ, ডিজিটাল প্রচার, স্লিপার সেল এবং আন্তঃসীমান্ত রসদ সংগ্রহের একটি ভয়াবহ মিশ্রণ। এই বিপদের সঠিক মোকাবিলা করতে হলে ভারতের চাই একটি উগ্রবাদ বিরোধী পরিকাঠামো। পাশাপাশি ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক বদল হয়েছে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক পরিসরকে বৃদ্ধি করার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় অসন্তোষের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে চরমপন্থীদের থেকে সাধারণ মানুষকে পৃথক করতে হবে। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে। কারণ সময়ের ব্যবধানে অনুপ্রবেশের কায়দারও পরিবর্তন হচ্ছে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা, ড্রোনের ব্যবহার, সঠিক লক্ষ্যে বোমা বর্ষণ, বিমান প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যৌথ অভিযানকে আরও ক্ষুরধার করা। 'অপারেশন সিঁদুর' এদেশীয় প্রতিরক্ষা উপাদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাসবাদীরা উন্নততর অস্ত্র ব্যবহার করে। সেই অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে হলে চাই উন্নততর দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র।

ফলে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বার্ষিকীতে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। মাত্র ৮৮ ঘণ্টার আক্রমণ দিয়ে মাপলে বিষয়টা গুলিয়ে যাবে। সেকারণেই এই আগ্রাসনের মূল মাপকাঠি হওয়া উচিত পহেলগামের মত ঘটনা যেন আর না ঘটে।

ভক্তির নানা রূপ

লোকনাথ গোস্বামী

মহাজনপদ সকলেই ক্রমে ক্রমে স্থির হইলেন। কেবল ঠাকুর মহাশয়ের চৈতন্য হইল না। তাহাতে তাঁহার পিতা ও মহান্তগণ সকলে একটু ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা আমি কবিব না। প্রেমবিলাস হইতে উদ্ধৃত করিয়াই দেখাইতেছি। যথা-ঠাকুর মহাশয় শুনেন স্তব্ধ প্রায়। কি জাতীয় প্রেম তাহা কহনে না যায়। শুনিতে শুনিতে মুখে হাসে খল খল। নয়নে নয়নে নীর কিনা অনর্গল। না রহিল ধৈর্য্য তবে নাচয়ে কীর্ত্তনে। কম্প কম্প দেখি লোক ধরে দশজনে। প্রেমাবেশে ফিরিয়ে নেহারে যায় পানে। সেই সব লোক কান্তি পড়য়ে চরণে। আচার্য্য ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে। দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বোলে। প্রেম মূর্ত্তি প্রেমময় করিলা ভুবন। দেখিয়া আনন্দ চিত্ত সফল নয়ন। হেন মহোৎসব করে হেন কার বল। সগোষ্ঠী সহিত গৌর করুণা করিল। ঠাকুর মহাশয়ের নৃত্য দ্বিতীয় প্রহর। ভাবের প্রহারে তনু হইল জর্জর। শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে। কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে। মাতা পিতা পরিজন কান্দিয়া সকল। নরোত্তম ধরি রাখে জীবন বিফল। দেখিয়া আচার্য্য ঠাকুর ভাবিত অন্তর। বসিলা ধরিয়া তারে কাঁপে ধর ধর। উজ্জলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন। যাহা হইতে ধৈর্য্য ধরে রাধিকার মন। পুন পুন শ্লোক পড়ে তবু যাহা নাই। উপায় সজিল মনে লও অন্য ঠাই। শোয়াইল ঘরে লয়ে গ্রহরেক অন্তে। বাহ্য হৈল ভাবান্তর বৈসে সেই মতে।।'

এলি উইজেল— আমাদের পক্ষ নিতে হবে। নিরপেক্ষতা নিপীড়ককেই সাহায্য করে, কখনওই নিপীড়িতকে নয়।

মারিয়া ভন ট্র্যাপ—সঙ্গীত একটা জাদুচাবির মতো কাজ করে, যা দিয়ে সব থেকে বন্ধ হৃদয়কেও উন্মুক্ত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।

স্টিফেন হকিং— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ বিকাশই সম্ভবত মানবসভ্যতার সমাপ্তির ঘোষণা করতে পারে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ জুন — কলকাতায় প্রথম এলেন হো চি মিন ১৯৪৬
নয়া পয়সাকে পয়সায় রূপান্তরিত করা হল ১৯৬৪
হেলেন কেলারের প্রয়াণ ১৯৬৮

২ জুন — ভারতের ২৯ তম রাজ্য তেলেঙ্গানার জন্ম ২০১৪

৩ জুন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশ সরকার নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করল ১৯১৫
লোকসভায় প্রথম মহিলা স্পিকার হলেন মীরা কুমার ২০০৯

৪ জুন — লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হলেন সোমনাথ চ্যাটার্জি ২০০৪

৫ জুন — বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৬ জুন — শিবাজী নিজেকে দেশের রাজা বলে ঘোষণা করলেন ১৬৭৪

৭ জুন — শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন পতুর্গীজরা ১৮১৮
কালাজ্বরের ইনজেকশনের আবিষ্কারক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩

৮ জুন — ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হল ১৯৪৮
হাবিব তনবীরের প্রয়াণ ২০০৯

৯ জুন — বিপ্লবী দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের ফাঁসি ১৯৩৪
প্রধানমন্ত্রী হলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৪
রাঁচির সংশোধনাগারে বীরসা মুণ্ডার রহস্যজনক মৃত্যু ১৯০০

১০ জুন — তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের পতন ১৯৪৩

১১ জুন — লেখক প্রমথনাথ বিশীর জন্ম ১৯০১

১২ জুন — নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তাঁর সাত সঙ্গীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ ১৯৬৪

১৩ জুন — ঘর থেকে বেড়িয়ে ভ্রমণ শুরু করলেন ইবন বতুতা ১৩২৫

১৪ জুন — চে গুয়েভারার জন্ম ১৯২৮
আঙ্কল টমস কেবিন-এর লেখক হ্যানিয়েট বুচার স্টো-র জন্ম ১৮১১

১৫ জুন — ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসন চ্যুত করা হল ১৬৫৯
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চালু হল ১৯০৮

১৬ জুন — শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০
ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা প্রথম মহিলা মহাকাশচারী মহাকাশে গেলেন ১৯৬৩
বিশ্বে প্রথম তামাক নিষিদ্ধ হল ভুটানে ২০১০

১৭ জুন — বিশ্ব খরা ও মরুভূমি দিবস
আমেরিকায় ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস ১৯৭২
নিউইয়র্ক বন্দরে জাহাজে করে নিয়ে আসা হল স্ট্যাচু অব লিবার্টি ১৮৮৫।
ফ্রান্সে শেষ গিলোটিন করা হল ইউক্রেন ওয়াইডম্যানকে ১৯৩৯

১৮ জুন — যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের মৃত্যু ১৮৫৮

১৯ জুন — সলমন রুশদির জন্ম ১৯৪৭
কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু হল ১৯৯৯
রজনীপাম দত্তের জন্ম ১৮৯৬

২০ জুন — ফরাসী বিপ্লব শুরু ১৭৮৯
গোয়ালিয়র দুর্গ ব্রিটিশদের দিয়ে দেওয়া হল ১৮৫৮

২১ জুন — চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪০
ভারতের শেষ গভর্ণর নিযুক্ত হলেন রাজা গোপালাচারী ১৯৪৮

২২ জুন — ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪০
বিপ্লবী গণেশ ঘোষের জন্ম ১৯০০

২৩ জুন — পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল ১৭৫৭
'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-র লেখক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৭

২৪ জুন — নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পানীগ্রাহীর জন্ম ১৯৪৪
স্ট্যালিনের নেতৃত্বে মস্কোর রেড স্কোয়ারে ঐতিহাসিক প্যারেড ১৯৪৫

২৫ জুন — সরকারিভাবে ভারত প্রথম ক্রিকেট টেস্ট খেলল ইংল্যান্ডের সঙ্গে ১৯৩২

২৬ জুন — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮
টুথব্রাশ আবিষ্কার করলেন চিনের সম্রাট ১৪৯৮

২৭ জুন — হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০
রাহুল দেব বর্মনের জন্ম ১৯৩৯
পি টি ঊষার জন্ম ১৯৬৪

২৮ জুন — পঞ্চশীল নিয়ে নেহেরু এবং চৌ-এর যৌথ বিবৃতি ১৯৫৪
অর্থনীতিবিদ নোবেল প্রাপক মহম্মদ ইউনুসের জন্ম ১৯৪০

২৯ জুন — প্রশান্ত মহলানবীশের জন্ম ১৮৯৩
মীরজাফরকে নবাবের আসন থেকে সরানো হল ১৭৫৭
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪
লেখক বুদ্ধদেব গুহ-র জন্ম ১৯৩৬

৩০ জুন — সিধো কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৪
সতীশ পাকড়াশির প্রয়াণ ১৯৭৩

পশ্চিমবঙ্গ নতুন সরকারের শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতিরক্ষা বেশ কঠিন কাজ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গে ১৫ বছর পর সরকার বদল হল। ফলে সরকারকে হারিয়ে বিজেপি সরকার এল। পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে একটা দুর্বলতা গত প্রায় ৪০ বছর ধরে শোনা যায় যে এখানে শিল্পের অবস্থা খুব খারাপ। বাম জমানায় কৃষিতে এই রাজ্য বেশ উন্নতি করেছিঢ় কিন্তু ভাল শিল্পায়ন এখানে কিছু হয়নি। তৃণমুল সরকার এসে শিল্পায়ন হবে এরকম একটা প্রচার চললেও তা বিপরীত হয়েছে রাজ্যের আয়ে শিল্পের অবদান কমেছে। এই রাজ্য মূলত পরিষেবা ক্ষেত্রে ভালই আছে এবং এই রাজ্যের ভোগব্যয় খুব কম নয়। সেজন্য জিএসটি চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক দিক দিয়ে কেন্দ্রের ওপর আলাদা করে নির্ভরশীল হয় নি। জিএসটি এর প্রথম পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির আয় পুষিয়ে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ তার অপ্রত্যক্ষ কর আদায়ের হার ধরে রাখতে পেরেছিল। আমরা কিন্তু দেখছি এই রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্যরাজ্যে কাজের সুযোগের জন্য চলে যায়। এই কাজ প্রধানত কিছুটা ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবকদের পক্ষে সুবিধাজনক। ভারতে যে প্রথম পাঁচটি রাজ্য আছে যেখান থেকে কাজের জন্য অন্যান্য রাজ্যে চলে যায় তার মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গ একটি। তাই এইবারে নির্বাচনে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অনেক ভাল ভাল প্রকল্পের। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পায়নের প্রথম সারিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল একটি এবং তা বিশেষ জোড়ের সঙ্গে। তাই এখন দেখা যাক এই রাজ্যে শিল্পায়ন হওয়া কতটা আশাব্যাঞ্জক।

ভারতে শিল্পক্ষেত্রে বা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সংস্থান

অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতের অর্থব্যবস্থাকে মনে করে তা বেশ দৃঢ় অবস্থায় আছে। কোন দুর্বলতা এলেও তা শুধরে যাবে এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধির গতি বজায় থাকবে। ভারত এখন দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশের অন্যতম। এখানে রাজনৈতিক সুস্থিতি আছে। দেশের মধ্যে যুব অংশের প্রাধান্য এবং যে জন্য নির্ভরশীল ব্যক্তি কম এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। যে মানুষের জোগান লাগে ভারতে তা সহজলভ্য। এছাড়া আছে সামগ্রিকভাবে ভাল অর্থনৈতিক সূচকগুলি অর্থাৎ দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি কম, ব্যাঙ্কের আর্থিক হাল প্রশংসনীয়, দেশের রাজস্ব ঘাটতি আয়ত্তাধীন ইত্যাদি। কিন্তু এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও ভারতের শিল্পের অগ্রগতি বেশ সীমিত। বেসরকারি বিনিয়োগ ভাল নয়। একমাত্র এই বিষয়টি দিয়েই বোঝা যায় যে, ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা খুব শক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। এখানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমগ্র দেশের শিল্প পরিস্থিতি একটু বুঝে নেওয়া দরকার। তা না হলে এই বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

বেসরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ নয় এবং তার কারণ

একটা বিষয় বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ভারতের বেসরকারি বিনিয়োগ দেমন ভাল নয়। বিনিয়োগের বেশিই আসে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু এখন তা না হওয়ার

জন্য সরকারই চেষ্টা করছে যাতে করে মোট বিনিয়োগ ধরে রাখা যায়। কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ কম হলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার কমে যায়। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেই দেখা যায় তবে বেশি বেশি করে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত অর্থবর্ষে ২০২৫-২৬ এ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামো জনিত খরচই প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাস্তাঘাট, রেললাইন, পোর্ট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে, গবেষণা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যতটা বেশি পারা যায় তা করার হিসাব আছে। এছাড়া কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ ক্ষেত্রেও খরচ হচ্ছে অনেক। তবে এটাও সমালোচনা যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, যেমন শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বেশি নয়। আবার চলমান ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের হিসাব আছে কেন্দ্রীয় বাজেট অনুযায়ী। কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত হচ্ছে না। এর সাথে অবশ্যই আছে রাজ্যের তরফে খরচ। সব মিলিয়ে সরকারি পরিকাঠামোতে খরচ বিপুল। কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়লে দেশের মোট আয় বেশি বাড়বে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্ন সুবিধাদান বেসরকারি ক্ষেত্রকে

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এই বিষয়ে ভারতে একটা বৈপরিত্য দেখা যাচ্ছে। তার কারণ দেশে বেসরকারি বিনিয়োগকে অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে অথচ তারা বিনিয়োগে তেমন উৎসাহিত হচ্ছে না কিন্তু তাদের লাভের পরিমাণ যথেষ্টই বেশী হচ্ছে। এই কারণেই বৈপরীত্যের কথা উঠছে।

কী কী সুবিধা পেয়েছে?

প্রথমত, ২০১৯ সালে কর্পোরেট কর ভীষণভাবে কমানো হল। এই নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছে এবং এখনও হয়। সাধারণভাবে কর্পোরেট কর একেবারে কমে ২৫% এ এসেছে। অথচ ব্যক্তিগত আয়কর ৩০% আছে। যদিও নীচে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে সেটাও খুব অর্থনৈতিকভাবে সুচিন্তিত বলে অনেকেই মনে করেন না।

দ্বিতীয়ত, মাঝখানে ব্যাঙ্কের ধস নেওয়ার মত হাতে অর্থ কমে যাচ্ছিল। কারণ ব্যাঙ্কের অপরিশোধিত ঋণের (ব্যাড লোন) পরিমাণ বিশাল অঙ্কে পৌছেছিল। তাই বেসরকারি ক্ষেত্র তাদের চাহিদা মত ঋণ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের ঐ সঙ্কট দূর করা হয়েছে। কিন্তু ঋণের চাহিদা আশানুরূপ নয়। যদিও আগামী দিনে ব্যাঙ্ক মনে করছে তাদের ঋণের চাহিদা বাড়বে এবং তারাও ঋণ দিতে প্রস্তুত বলে খবরে জানা গেছে।

তাই লাভ থাকলেই বিনিয়োগ বাড়বে এইরকম ধারণার ওপর লাগাম টানতে হচ্ছে। বিনিয়োগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। কারণ বর্তমানে বড় বড় উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো কিন্তু গত ১০/১৫ বছরের থেকে এখন অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তবে কেন বিনিয়োগের পরিমাণ এত কম। পরিকাঠামোর সুবিধা সরকারি ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে।

ভারতে দারিদ্র কমছে কিন্তু তারপর কী মানুষ এগিয়ে যেতে পারছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি- আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতারা এবং সরকার পক্ষের অনেকে ভারতের উন্নয়নের একটা প্রধান লক্ষণ হিসাবে দারিদ্র্য কমে যাওয়ার কথাকে তুলে ধরে। দারিদ্র্য কমছে। কিন্তু দারিদ্র্য কী তার সজ্ঞা তো একটা তৈরি করা হিসাব বা ধারণা। এতেই কি অনেক কিছু এগিয়েছে বলা যায়। এছাড়া দারিদ্র্য, অতি দারিদ্র্য ইত্যাদির হিসাব ও বাইরের সংস্থা থেকে সৃষ্টি হয়ে আসে। সেটাই সকল দেশকে মেনে চলতে হয়। আবার কাকে দারিদ্র্য বলা হবে বা উন্নয়ন বলা হবে তা নিয়ে বিতর্ক থাকছেই। কোন মতে কেবল আয় দিয়েই তার হিসাব হয়। তাই কেবল দারিদ্র্য কমছে বললেই এটা মনে হয় না যে তারা ধনী হয়ে যাচ্ছে। এবং যদি তারা কোনো পরিমাপের বিচারে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায়ও তবে কিন্তু এটা গ্যারান্টি হচ্ছে না যে তারা পরপর নিজেদের জোড়ে জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি করে যেতে পারছে। ভারতেই এই বিষয়টা ভাল বোঝা যায়। কেবল দারিদ্র্য হতে মুক্তি অর্থ হল কোনরকমে টিকে থাকার অবস্থা।

বিশ্বব্যাঙ্কে হিসাব-একটা নূন্যতম জীবনের মান

বিশ্বব্যাঙ্ক কেবল দারিদ্ররেখার নীচে বা ওপরে থাকার চিন্তায় থেমে থাকে নি। দারিদ্র্য অবস্থার ওপরে ওঠা বোঝাতে একটা বহুমাত্রিক ধারণা তৈরি করেছে ব্যাঙ্ক। যে খাতে আয়ের বৃদ্ধির হার, কাজের বন্দোবস্ত এবং স্থায়ী উন্নয়নের ধারণা নিয়ে এসেছে। গত ২০২৫-এর জুন মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মাপকাঠিকে বাড়িয়ে প্রতিদিন মাথাপিছু ৩ ডলার আয়কে ধার্য করেছে। আগে তা ছিল ২.১৫ ডলার। এটা হিসাব করা হয়েছে দরিদ্র দেশের মানুষের টিকে থাকার জন্য নূন্যতম প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে। বিশ্বব্যাঙ্ক কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোড় দিয়েছে। প্রথমত, বেসরকারি কাজের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের আয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা স্বাস্থ্য মানুষের পুষ্টি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, দারিদ্র্যে যাতে আবার মানুষ না ফিরে আসে তার জন্য সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি। চতুর্থত, পরিকাঠামো এবং ডিজিট্যাল যোগাযোগ স্থাপন করা, বিদ্যুৎ এবং পরিষ্কার পরিবেশ রক্ষা করা। এই কয়েকটি ক্ষেত্র ঠিকঠাক লক্ষ্য রাখলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত হতে পারে।

কাজের বাজার বাড়ছে না—এটা বড় সমস্যা

আমরা দেখেছি কাজের সুযোগ কমতে শুরু করে বিশেষ করে ২০১৬ সাল থেকে। কোভিডের সময় বহু মানুষ যারা শিল্পের শ্রমিক ছিল বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ করত, তাদের একটা বড় অংশ ওই সময়ে গ্রামে ফিরে এসে আর শহরে কাজের জন্য ফিরে যেতে পারে নি। ওই সময় কিনলে জাতীয় উৎপাদনে অংশ কমে যায়। এছাড়া শিল্প শ্রমিকের অংশ অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমের বাজারের চেয়ে কমে যায়। এটার কারণ ভারতের অর্থব্যবস্থায় শিল্পের উৎপাদনে অংশ বেশ কম। শিল্পের উৎপাদন বাড়লে তা কাজের সুযোগ বাড়ায়। এছাড়া এর ফলে দেশের আয় বৃদ্ধির হার বেশি হারে বাড়তে পারে। বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। কিন্তু ফল উল্টো। শিল্পের উৎপাদনের অংশ কমে প্রায় ১৪% এ নেমে আসে এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের অংশও কমে। তাই এই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-দশ বছরে দেশে ৮০ লাখ হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন।

মানুষের আয় বৃদ্ধি বিশেষ বাড়ছে না

কৃষিতে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ভারতে অন্তত ৪৬ শতাংশ। কিন্তু কৃষির দেশের মোট আয়ের ১০ শতাংশ উৎপাদন করে। এখানে কৃষি বলতে কৃষি এবং তার সঙ্গে টুরিস্ট ক্ষেত্র, যেমন বনজঙ্গল, ফুল, ফল ইত্যাদি ধরে নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে ভারতের কৃষি পরিবারগুলোর গড় আয় ১০,২১৮ টাকা বছরে। এটাকে বলা যেতে পারে প্রতিদিন মাথা পিছু কৃষিতে আয় মাত্র ৭৫ টাকা। এটাই দেখায় ভারতের মানুষের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা কত কম। এরজন্যই বহু রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও জনগণের হাতে বিশেষত কৃষক এবং মহিলাদের সরাসরি টাকা দিয়ে মন জয় করতে চাইছে। কারণ যাদের আয় এত সীমিত তাদের কয়েক জনের টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সকল হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দুটি প্রধান মত হল এইভাবে অর্থ প্রধান রাজ্যের দেশের প্রকৃত উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেবে। শেষ বিচারে ক্ষতি হবে সমগ্র রাজ্যের। এছাড়া কিছু টাকা হতে চলে এসেই কাজের বাজারে ওই সমস্ত মানুষের যোগদানের ইচ্ছা কম হবে। তাই দেশের অর্থব্যবস্থা বড় হওয়া কষ্টকর হবে। কিন্তু যাদের আয় খুব কম এবং তা বিশেষ বাড়াবার উপায় থাকছে না কম মজুরী এবং কম কাজের সুযোগের জন্য যাদের সরাসরি অর্থপ্রদানের প্রয়োজন তো হতেই পারে। নিশ্চই তা দীর্ঘদিন কীভাবে চালানো যায় তা নিয়ে আলোচনা দরকার।

অমান্য হচ্ছে তীব্রতর, তাই নগদ অর্থ দিতে হচ্ছে

যদি এরকম হয় যে দেশের সব মানুষের জীবনযাপনই সরল। তবে মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে এরই সহজ সরল জীবনযাপনের ধরণ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু যদি কিছু মানুষ অতি ধনী এবং আরও কিছু মানুষ ভালই ধনী আবার অনেকের জীবনযাপন সাধারণের থেকে অনেক ভাল, তখন একটা মানষিক অসন্তোষ দেখা যায় এই ব্যবস্থার বিষয়ে। কপালের দোষ সকলে মেনে নিতে পারে না। তাই অসাম্য কমানো জরুরী। আর উপায়ও আছে। আগে তা কিছুটা পালন করা হত বিভিন্ন দেশে এবং ভারতেও। তাই দেখা যায় ১৯৭০ বা ১৯৮০ দশকের অসাম্য ভারতে কম ছিল। কিন্তু ১৯৯৬-এর পর থেকে বিশেষ করে ২০২৬ এর পর এই বিষয়টা বিশ্বব্যাপীই তীব্র হয়েছে। এক হিসাবে ভারতে ১০০ কোটি টাকার বা তার বেশি মালিকের হাতে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পদ আছে। উচ্চ গুণ আয়ের মাত্র এক শতাংশ মানুষ দেশের মোট আয়ের ২২% কুক্ষিগত করেছে। অর্থাৎ দেশের আয়ের প্রায় কিছুই পৌছানো সাধারণ মানুষের কাছে।

এই পরিস্থিতি পাল্টাতে গেলে কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে এবং দেখতে হবে ঐ কাজ যথেষ্ট উৎপাদনমুখী হয়। এছাড়া কর ব্যবস্থা এখন করতে হবে যাদের সামান্য কিছুটা অন্তত বলে, প্রথমত, কর্পোরেট কর ব্যক্তিগত করের হারে চেয়ে নীচে। এর পরিবর্তন দরকার। প্রগ্রেসিভ হতে হবে আয়করের হার। অর্থাৎ বেশি আয়ের জন্য বেশি আয় কর ধার্য করতে হবে। তৃতীয়ত, মূলধনী আয় (ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স), সম্পন্ন কর (ওয়েলথ ট্যাক্স) এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো সম্পদ পেলে তা ওপর কর ধার্য করতে হবে। চতুর্থত, কোন পরিবারে তিনটি বেশি বাসস্থান থাকলে তার ওপর আরও ক্রয় করলে কত রকমের কর দেওয়ার ব্যবস্থা জরুরি। এই সকল বিষয়ে নিয়ম চালু করলে দেশের সরকারের প্রায় অনেক অনেক বাড়বে। তাহলে সেই অর্থ সর্বসাধারণের জন্য খরা করে অসাম্য কমানো খুবই সহজ। এখনও দেশের মানুষের কাছে ভাল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌছানো যায় নি। মনে রাখতে হবে যারা যারা ভাল শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে তাদের কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনের মান উন্নত করার সুযোগ বাড়ছে। ভারতের ভাল শিক্ষা এবং চিকিৎসা এখনও খুব অল্প অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে মাতৃগর্ভ থেকেই যাতে আগত শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয়। বহু অবস্থাপন্ন পরিবারের শিক্ষক অনেক সময় বিভিন্ন শারীরিক দুর্বলতায় ভোগে। তাই কেবল দারিদ্র্য দুরীকরণ হয়তো একটা ভাল ধাপ হতে পারে। কিন্তু দেশের নীতি নির্ধারকদের অনেক কিছু দিক নিয়েই ভাবতে হবে ভারতের সামগ্রিক উন্নতির কথা।

পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে, তীক্ষ্ণ নজর রেখে বাজারে পা ফেলুন

জীবনচন্দ্র পাইন

বাজারে আতঙ্ক একেবারে নির্মূল হয়েছে বলা যাবে না। ইরান এবং আমেরিকার যুদ্ধ বেশিদিন স্থায়ী হলে ভারত তথা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির ধস নামবে। ইতিমধ্যে তার ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবার আসরে নেমে পড়েছেন। সকলকে জ্বালানি এবং ভোজ্যতেলের ব্যবহার কমাতে বলেছেন। একবছর সোনা কেনা এবং বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সাবধান বানী আতঙ্ক ডেকে এনেছে শেয়ারবাজারে। লগ্নিকারিদের খাতা থেকে মুছে গেছে বিরাট অঙ্কের পুঁজি। সোনা রুপোর শিল্প তথা দেশের ও সোনার দোকানী এবং তার সাথে যুক্ত 80 লক্ষ কর্মচারী চরম বিপদের মুখে। পেট্রোল-ডিজেল-এর দাম বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে বাজারে মূল্য বৃদ্ধিতে ইন্ধন দেবে। এটা আবার পর্যটন শিল্পেও গতি কমাবে। যদিও খুচরো মূল্যবৃদ্ধি আশঙ্কার তুলনায় কম হয়েছে (3.8%) এপ্রিলে অপরদিকে ৪.3% পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। যা 42 মাসে সর্বোচ্চ।

এই তলিয়ে যাওয়া টাকার পতন রুখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। তার মধ্যে একটি সুদের হার বৃদ্ধি। এছাড়া ব্যাঙ্কের থেকে ডলার ও কিনতে চলেছে তারা। এইসব নেতিবাচক খবরের মধ্যেও কিছু ভাল খবর বাজারে আশার আলো আনছে। ইতিমধ্যে একটি খবর বিশ্ব জুড়ে অর্থনীতিতে তথা শেয়ার বাজারে অক্সিজেন জুগিয়েছে। তা হল ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতা প্রক্রিয়া। যা টাকার পতন কমাবে। জ্বালানির দাম কমাবে। সর্বোপরি অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

মোটামুটি একটা আর্থিক চিত্র এবং তার সাপেক্ষে শেয়ারবাজারের গতিবিধি নিয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হল। নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

সন্দুর ম্যানেজমেন্ট এন্ড আইরন ওর লিমিটেড (Sandur Management and Iron Ore Limited) ঃ মেটাল-এর কোম্পানি. ভালো উন্নতি করছে। খনি থেকে ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ আকরিক উৎপাদনের বৃহৎ কোম্পানি, 1954 সাল থেকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাজারের অনেক ওঠানামার মধ্যেও মেটাল সেক্টর তেমন হেলদোল লক্ষ্য করা যায় নি। আগামীদিনে এই সেক্টরের অগ্রগতি অব্যহত থাকবে। বলে বাজার বিশেষজ্ঞরা মত দিচ্ছেন কারণ এই সেক্টর সরকারকে অনেক আর্থিক সুবিধা দেয়। শেষ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফল চমকপ্রদ ছিল। আর্থিক জুনিয়াদ খুব ভালো। Valuation অনুযায়ী এই কোম্পানির শেয়ারের দাম সস্তা। 24–25% operation profit, 25% return on capital, 23–24% Return on equity। কোম্পানির বিক্রির ও বছরের গড় (Average) 33% এবং মুনাফার গড় 37% ।প্রায় 11,000 কোটি টাকার বাজার মূলধন প্রোমোটারের হাতে ভালো পরিমাণ শেয়ার আছে। বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থা (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা (D11) দের হাতে ও ভালো পরিমাণ শেয়ার আছে। শেষ ত্রৈমাসিকে 156 কোটি থেকে 236 কোটি টাকা নীট মুনাফা করেছে। সর্বোপরি সবদিক বিচার করে নির্দ্বিধায় বলা যায় এই কোম্পানির আগামী ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বর্তমানে শেয়ারের দাম 237 টাকার কাছাকাছি। স্বল্পমেয়াদে 300 – 310 টাকার কাছে যেতে পারে। মধ্যমেয়াদে 450 –500 টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশে। দাম এখান থেকে নেমে গেলেও ঘাবড়াবেন না। প্রতি নীচে গড় করুন। SIP তে বিনিয়োগ করতে পারেন।

সিয়ারাম সিল্ক মিল্ক লিমিটেড (Syrum Silk mills limited) ঃ ভাল গ্রুপ এবং দীর্ঘ দিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছে। আর্থিক বুনিয়াদ বেশ মজবুত। অনেকটা সংশোধন করে শেয়ার মূল্য (590) এই জায়গায় দাড়িয়ে আছে। প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফল খুব ভাল। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে টেক্সটাইল সেক্টরে ভালো কিছু খবর অপেক্ষা করছে যার প্রভাব এই কোম্পানির উপর বর্তাবে। 20 – 21% Return on Capital, ডিভিডেন্ড ইল্ড (yield) 5% বিদেশী বিনিয়োগকারী সংস্থা (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা (D11) দের শেয়ার হোল্ডিং 5 – 6% । প্রোমোটারের হোল্ডিংও বেশ ভালো। বড় বড় মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলির ঝুলিতে এই শেয়ার আছে। ভালো Pay degree বলে কোম্পানি। শেয়ারের বর্তমান দাম 590 টাকার কাছাকাছি। স্বল্পমেয়াদে 700–720 টাকা মধ্যমেয়াদে 900 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। আর দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। এই শেয়ারে 'SIP' তেও বিনিয়োগ রাখতে পারেন। কোম্পানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এছাড়াও বাজার ওঠানামায় বেশ কিছু শেয়ারে ভালো রকম হেলদোল হল। Yes Bank উপরে 23 – 23.80 পর্যন্ত গেল। যারা নিচের দামে নিয়েছিলেন তারা কিছুটা মুনাফা যদি নিয়ে থাকেন ভাল, নাও যদি বেরোতে পারেন ক্ষতি নেই বাজারে গতি আসলে এই শেয়ারেও গতি আসবে। যারা SIP করছেন তারা করে যাবেন yes bank কে। দামের দিকে নজর দেবেন না। DOB নিচে এলে (30 – 11) নেবার কথা ভাবতে পারেন।

Commodity

টাকার মূল্য (96-70) ডলারের নিরিখে হু হু করে কমছে. ইরান ও আমেরিকার যুদ্ধ পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল হচ্ছে। এতে বিশ্বজুড়ে যেমন শেয়ার বাজারে ধস নামছে। তেমনি সোনা, রুপো এবং ক্রুড অয়েলের দাম বাড়ছে। রুপোর এই জটিলতায় ২ লাখ ৭৪ হাজার এবং সোনা ১ লাখ ৭৪ হাজার পর্যন্ত দেখাল এই মাসের মধ্যে। ক্রুড ও প্রায় ১০ হাজার টাকার কাছাকাছি। Mark to mark দেবার ক্ষমতা থাকলে সোনা, রুপো এবং তেল বেচে রাখুন। বাজারকে খুব বেশিদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। সোনা, রুপো এবং ক্রুডে নীচের দিকে টান আসবেই। এই পরিস্থিতির কারণে ন্যাচারাল গ্যাস (NG) ও বেশ টান মাটাল (300 এর উপরে) 300 টাকার আশেপাশে NG বেচে রাখলে অবশ্যই M2M দেবার ক্ষমতা থাকতে হবে) নিচের দিকে একবার দাম পাবেন।

মোটামুটি আন্তর্জাতিক পরিস্থির নিরিখে একটা বিনিয়োগ ভাবনা দেওয়া হলো। খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে আগামীতে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবন চন্দ্র পাইন / ৯৮৭৫৫ ৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১ ৩৬১৯৮

প্রশ্ন সহজ, উত্তর কঠিন

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের একটি অখ্যাত গ্রামের মাঠে গাছতলায় একটি চায়ের দোকানে কথা হচ্ছিল জাফরের সঙ্গে। হাওড়ার গ্রামে তার বাড়ি। কোনওমতে গ্র্যাজুয়েশন, তারপর আর পড়াশোনা হয়নি। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বহুদিন ধরে দক্ষিণ ভারতের একটি ঝাঁ-চকচকে শহরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাফরের এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হল কাজ করা বা রোজগার নয়; নিজের পরিচয়, নিজেকে কী বলে পরিচয় দেবে? মুসলিম? বাঙালি? শ্রমিক? ভারতীয়? না কি এতগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু। বিষয়টা আপাতদৃষ্টিতে খুবই লঘু মনে হলেও, কিন্তু এর উত্তর দেওয়া অত সহজ নয়। কারণ মানুষের পরিচয় দেওয়া খুবই মর্মান্তিক হয়ে পড়েছে আজকাল। কারণ এখন পরিচয়টা আর ব্যক্তিগত নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই সঙ্কট শুধু জাফরের নয়, আমাদের সকলের। কর্মস্থলে, জনতার মাঝে, প্রতিদিনের আলোচনায় আমরা নিজেদেরকে নির্দিষ্ট কোনও পরিচয়ের মধ্যে রাখতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু মনুষ্য সত্ত্বা কখনই একটি রেখায় বিচরণ করে না, পরিবেশ, সময়, সম্পত্তি, পেশা এবং সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সেটা বদলে যায়। একটি মানুষ একই সঙ্গে বাবা, মা, সন্তান, শিক্ষক, নাগরিক, শ্রমিক, হিন্দু, ভারতীয়, বাঙালি, নারী পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের হতে পারে। প্রয়োজনানুসারে এই পরিচয়গুলো কোনটাই সামনে আসে আবার কিছু আড়ালে থাকে। কিন্তু ইদানিং রাজনৈতিক আবহাওয়া এই পরিচয়ের বহুধা বিভক্ত ধারাকে মেনে নিতে চাইছে না। উল্টে মানুষকে একটি সত্তায় বাঁধতে চায়।

একারণেই ভাষা, ধর্ম, জাতপাত বা আঞ্চলিক পরিচয় নিয়ে সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আমাদের দেশে ভাষাকে নিয়ে আন্দোলনের একটা ইতিহাস রয়েছে। ভাষাগত আন্দোলনের পেছনে একটা আত্মপরিচয়ের প্রশ্নও বর্তমান। মাতৃভাষা মানুষের আবেগ ও সম্মানের সঙ্গে জড়িত। ফলে কোনও ভাবনাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে, তা থেকে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ তৈরি হয়। কিন্তু এই ভাষা সংঘাতে লাভ কার?

প্রখ্যাত আমেরিকান ভাষাবিদ নম চমস্কি বলেছেন, প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যেই একটা কাঠামোগত সাযুজ্য রয়েছে। অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। ভাষা পৃথক কিন্তু মানুষের আসল অভিব্যক্তি কিন্তু প্রায় একই রকম। এরকম মানুষও আছেন যারা স্ব পরিচয়ে বেঁধে রাখতে চান না। ধরুন কারও নাম সমীর। নাম শুনে বোঝা যাবে না তার ধর্ম কি? অঞ্চল কি? ভাষা কি? ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হয়তো বলবেন, যেমন ভাববেন, তেমনই আমি। অনর্গল সংস্কৃত বলতে পারেন। কোরানের বাণী গড়গড় করে পড়ছেন, রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। শুধু মাত্র নাম জানলেই সব কিছু জানা হয় না। মানুষের সৃজনশীলতা, কর্মক্ষমতা, মানবিকতাই হচ্ছে আসল বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং সতর্ক থাকা উচিত এখন। পরিচয় মানুষের জীবনে একটা অপরিহার্য বিষয়, যাকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এই পরিচয়ই যখন একমাত্র বিবেচ্য হয়ে দাড়ায়, তখনই বিপদের সৃষ্টি। পরিচয় পাওয়া মাত্রই মানুষ তাকে ছকে ফেলতে পারে, জটিলতা তৈরি করতে পারে। জাফরের মত ছেলেদের বিপদটা সেখানেই। আজকে দরকার একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নাম, ভাষা, ধর্মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে শেখায়।

প্রিয় সম্পাদক

পর্দার অন্তরালে

বেশ কয়েকবছর হল গোটা দেশ বিদেশের পাশাপাশি এই বাংলাকে ঘিরে ফেলেছে ফ্ল্যাট সংস্কৃতি। বড় রাস্তা, অলিগলি, আনাচে-কানাচে গড়ে উঠছে ছোট-বড় হাউজিং কমপ্লেক্স। এর ফলে হঠাৎ নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন, বৃষ্টির জল এবং বর্জ্য জমে কমপ্লেক্সের আশেপাশের এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে। বনজঙ্গল সাফ করার ফলে বিশেষ করে সাপের আনাগোনা বেড়েছে। ফ্ল্যাট কেনার আগে প্রোমোটারের মিষ্টি মিষ্টি কথা অর্থাৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। পরে আর প্রোমোটারের এবং কর্তৃপক্ষের তেমন একটা পাত্তা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসেন। ফলে নানা বিষয়ে মতান্তর তৈরি হয়। এটাই একটা বড় ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করে। স্থানীয় প্রশাসককে এব্যাপারে আরও সজাগ হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

অতনু রায়, উত্তরপাড়া

শ্লথগতি

বেলঘড়িয়া উড়াল পুলের কাজ চলছে অত্যন্ত শম্বুক গতিতে। বিকল্প রাস্তার অভাব রয়েছে যতটুকু রাস্তা রয়েছে তার বেহাল অবস্থা। প্রতিদিন অসংখ্য অসুস্থ মানুষকে প্রচুর সিঁড়ি ভেঙ্গে ভূগর্ভ রাস্তা দিয়ে রেললাইন পারাপার করতে হচ্ছে একটি রেলগেটের ওপর চাপ বাড়ছে। যানজট হচ্ছে। রেলগেট সময়ে বন্ধ না হওয়ার কারণে ট্রেন লেট হচ্ছে। এই উড়ালপুলের সংস্কারের কাজ যারা করছেন হয়তো তাদের কাজ দেখাশোনার জন্য দায়িত্বে কেউ নেই। কবে শেষ হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ হাতে বাজারের ব্যাগ, সাইকেল প্রভৃতি জিনিস টেনে ভূগর্ভের নামছেন আবার সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হচ্ছে। যেমনি রেলের প্রশাসন, তেমনি স্থানীয় প্রশাসন। কারও কোনও হেলদোল নেই।

সমীর সাহা, বেলঘড়িয়া

অসহ্য গরম

এই সময়ে তীব্র দাবদাহে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ছে। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ, হকার, শিশু ও বয়স্কদের কষ্টটা বেশি হচ্ছে। অতিরিক্ত গরমের জন্য জলশূন্যতা, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি প্রভিতি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দুপুরে রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে লোডশেডিং। এই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকা দরকার। বর্তমানের এই দাবদাহ জলবায়ু পরিবর্তনকেই ইঙ্গিত করছে। ফলে পরিবেশ রক্ষা এবং আরও বেশি বৃক্ষরোপণের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সুমন্ত পাল, বীরভূম

নিটে বেনোজল

নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এবারও ২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভোগান্তি হল। অনেক পরীক্ষার্থী আত্মহত্যারও পথ বেছে নিয়েছেন। এর দায় কার? একজন নিট পরীক্ষার্থীকে প্রস্তুতি নিতে হলে কতটা খাটতে হয় তা সকলেরই জানা। সেই পরীক্ষার যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে তো বুঝতে হবে 'সরষের মধ্যে ভূত' রয়েছে। যারা এই বেআইনি কাজ করছেন তাদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত। শুধুমাত্র অভিযোগ বা তদন্তের ভিত্তিতে কয়েকজনকে ধড়পাকড় করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

অভীক মুখার্জি, টালিগঞ্জ

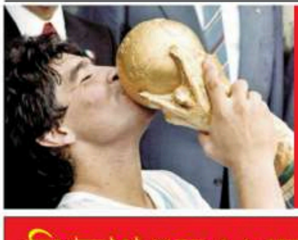

স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপ শুরু ১১ জুন, ১২টি গ্রুপ, ৪৮টি দল। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় খেলা হবে

ট্রফি জয়ের পরের দিনও বাঁধভাঙ্গা উল্লাস

ক্লাব তাঁবুর সামনে ইস্টবেঙ্গলের দর্শকদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- কিশোরভারতীয় স্টেডিয়ামে ২১ মে যে উৎসব শুরু হয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টা পরেও তা কমা তো দূর অস্ত, উত্তরোত্তর বেড়েছে সেই উৎসব। ইন্টার কাশী ম্যাচের পর মাঠের মধ্যে অসংখ্য দর্শক ঢুকে পড়ায় বাতিল করতে হয়েছিল মূল পুরস্কার বিজয়ী অনুষ্ঠান। স্টেডিয়ামের বারান্দায় ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছিল ইউসেফ এজ্জোরিদের হাতে। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২২ মে বিকেল সাড়ে তিনটেয় ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ফুটবলারদের গলায় পদক পরিয়ে দেওয়া হবে। সেইমতো, ২২ মে সকাল থেকেই ইস্টবেঙ্গলের মাঠে আসতে অগণিত দর্শকরা।

বিকেল গড়াতেই ডেভিড লালহানসাঙ্গা ও ভানলালপেকা গুইতের সঙ্গে ক্লাব তাঁবুতে এডমুন্ড লালরিনডিকা পৌঁছনো মাত্র জনবিস্ফোরণ ঘটল। এডমুন্ড উঠে পড়লেন গাড়ির ছাদে। একে একে বিকাশ পাঁজি, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আই এস এল জয় দেখে অভিভূত। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মাঠের মধ্যে তৈরি করা মঞ্চে পদক নেওয়ার জন্য কোচ এবং ফুটবলাররা উঠে এলেন। গ্যালারিতে তখন উচ্ছ্বাস। কেউ নাচছেন কেউ কাঁদছেন। সেইসব দেখে ফুটবলাররাও নাচতে শুরু করে দিলেন। মাঠেই প্রভসুখন সিংহ গিল এবং আনোয়ার আলির সঙ্গে ভাংড়ায় যোগ দিলেন বাকি ফুটবলাররা। এই উন্মাদনা অন্যত্র কোথাও দেখা যাবে না।

মশালের অগ্নিশিখায় আলোকিত লাল-হলুদ

ইন্টারকাশী-১ (আলফ্রেড)
ইস্টবেঙ্গল-২ (ইউসুফ, রসিদ)

নিজস্ব প্রতিনিধি- ম্যাচের ৭২ মিনিটে রশিদের ডান পায়ের সূক্ষ্ম কারিগরিতে বদলে সব হিসেব নিকেষ। তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সাঙ্গ হল ২২ বছরের যন্ত্রণা। প্রথমবার আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দের থেকেও অনেক গুণ বেশি স্বস্তি হল ২২ বছরের শাপমুক্তি।

হারতে থাকা ইস্টবেঙ্গল যে আহত বাঘের মতো ভয়ঙ্কর, এবার তা প্রমাণ হল। ট্রফির খরা কাটল। বাঁধভাঙ্গা দর্শকের স্রোতে ভেসে গেল যুবভারতী। বিধ্বস্ত প্যালেস্তাইন ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন রশিদ। সেই প্যালেস্তাইনের উদ্বাস্তু ফুটবলার রশিদই দিনের নায়ক হয়ে গেলেন। অন্য এক দক্ষ কারিগর হলেন ইউসুফ এজ্জেজারি। ম্যাচের ১৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে থাকার পর থেকে দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম চার মিনিটের মধ্যেই দলকে সমতায় ফেরান তিনি। নিজে জন্মদিনের রাতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে আসা সমর্থকদের কথা দিয়েছিলেন গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করতে চান।

বাইশ বছর আগের যুবভারতী থেকে ২১ মে রাতের কিশোরভারতী- আনন্দ উৎসবের সেই একই ছবি। সেদিন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের পর লাল হলুদ জার্সি গায়ে দর্শকদের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন ভাইচুং ভুটিয়া, ডগলাস সিলভা, সুভাষ ভৌমিকরা। কিশোর ভারতীতেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। অস্কার ব্রুসো, ইউসেফ, এজ্জেজারি, মহম্মদ রশিদও ভেসে গেলেন দর্শকদের স্রোতে। প্রিয় ক্লাবের প্রতি দর্শকদের আবেগে এতটুকুও খামতি নেই। ১৩ ম্যাচে ১১ গোল করে আইএসএলে সোনার বুট জেতা ইউসেফ বলছিলেন, "আজ স্বপ্নপূরণের রাত। ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করার লক্ষ্য নিয়েই কলকাতায় এসেছিলাম।" পাঁচটি দলের সামনেই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। পয়েন্ট টেবলের শীর্ষস্থানে থাকায় ইস্টবেঙ্গল একটু সুবিধাজনক জায়গায় ছিল। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে পড়লে দর্শকরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইউসুফের গোলের পরেই প্রায় ফিরে গেল সবাই। প্রথমার্ধে অন্তত চারটি অবধারিত গোল বাঁচান প্রভসুখন। অন্যদিকে যুবভারতীতে মোহনবাগান ২-১ হারিয়েছে দিল্লিকে। তাঁদের পয়েন্ট ২৬। তাতে কী এসে গেল! আসল তো আই এস এল জয়। গোল পার্থক্যে জিতে গেল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আবেগে কিশোর ভারতীতে বাতিল করতে হয়েছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়নদের হাতে ট্রফি তুলে দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। ক্লাব চত্বরে সমর্থকরা এসে নাচ, গান, চেঁচামেচি শুরু করে দেন। দীর্ঘদিন পর জয়ের স্বাদ কি এত তাড়াতাড়ি মেটে।

দীর্ঘ বাইশ বছর পরে ট্রফি জয়ের উল্লাস

আই পি এল আর সি বি-র দখলে

আইপিএল জয়ের উল্লাস আরসিবি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিরাটের দখলেই রইল আই পি এল। তিনি এখন শুধুমাত্র টি-২০-ই খেলেন। অন্য খেলায় তাঁকে দেখা যায় না। এখনও তাঁর রানের খিদেটা একই আছে। সেই বিরাট কোহলির দাপটেই পরপর দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গুজরাট টাইটানসের ১৫৫ রানের উত্তরে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল আর সি বি। বিরাট অপরাজিত থেকে গেলেন ৪২ বলে ৭৫ রান করে। একটি ছক্কা মেরে আর সি বি-র জয়কে নিশ্চিত করলেন বিরাট। যখন আর সি বি-র পরপর উইকেট পড়ে যায়, তখন হাল ধরেন বিরাট। এদিন বিরাট শুরু করেন দারুণ দারুণ শঠ দিয়ে। মাত্র ২৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। আই পি এল-র ইতিহাসে এটাই বিরাটের দ্রুততম অর্ধশতরান। একটা সময় তাঁর ক্যাচ ধরেন শুভমন। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ারের নির্দেশে সেটা নটআউট বলে বিবেচিত হয়। এরপর আর থামানো যায়নি বিরাটকে। গুজরাট টাইটানসের ব্যাটিং মূলত দাড়িয়ে ছিল প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের ওপরে। শুভমন, সুদর্শন এবং যশ বাটলার। কিন্তু ফাইনালের দিন ব্যর্থ হলেন দু'জন ব্যাটসম্যান। শুভমন আউট হয়ে গেলেন ১০ রানে। সুদর্শন ফিরে যান ১২ রানে। মাত্র ৪ ওভারের মধ্যে ২৬ রানে দুই ওপেনার পরাস্ত হওয়ার ফলে চাপে পড়ে গুজরাট। ফাইনাল খেলার আগের দিন আরসিবি-র ক্যাপ্টেন রজত পাটিদার জানিয়েছিলেন, 'আমরা শক্তিমান বোলিংয়ে। ভুবনেশ্বর কুমার এবং জশ হেজলউড-দু'জনেই অভিজ্ঞ। প্রতিযোগিতায় জিততে হলে বোলারদের ওপর নির্ভর করতে হয়।'

বিশ্বকাপে চিনকে পরাস্ত করে সোনা পেল ভারত

সাংহাই- তিরন্দাজির বিশ্বকাপে (দ্বিতীয় পর্ব) ফাইনালে ১০ মে সাংহাইতে চিনকে ঘরের মাঠে হারিয়ে সোনা জিতলো ভারত। চ্যাম্পিয়ন হল ভারতের রিজার্ভ দলের মেয়েরা। দ্বিতীয় বাছাই চিনা দলের ঝু জিঙ্গেই, হুয়াং উয়েই এবং ইউ কি-এর মুখোমুখি হয়েছিল চতুর্থ বাছাই ভারতীয় মেয়েরা। কঠিন এই লড়াইয়ের ফাইনালে দু'দলই প্রথমে ৪-৪ করার পরে ম্যাচ গড়ায় শুট অফে। সেখানে ২৮-২৬-এ জিতে ৫-৪ ফল করে ভারতের মেয়েরা। শেষ শটে যখন জয়ের জন্যই পয়েন্টের প্রয়োজন, তখন চিনের ইউকি ৮ শেয়ার করেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শুট অফে দুই পয়েন্ট জিতে নেন ভারতের মেয়েরা।

চ্যাম্পিয়ন টাউন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি- পি সেন মেমোরিয়াল ইনভিটেশন ট্রফির ফাইনালে ৫ উইকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব। ৩ জুন এই ট্রফির ফাইনালে টাউন ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্ম সম্মান নিচ্ছেন হরমন প্রীত

চলে গেলেন টুটু বোস

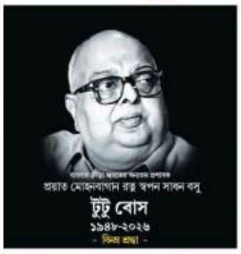

নিজস্ব প্রতিনিধি- চলে গেলেন টুটু বসু। ১২ মে গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মোহনবাগান ক্লাবের সচিব থাকাকালীন চালু করা হয়েছিল 'মোহনবাগান রত্ন' গত বছর মোহনবাগান দিবসে সেই সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর হাতে। শুধু ক্রীড়া প্রশাসকই নয়, তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ এবং সংবাদপত্রের মালিক। ১৩ মে সন্ধ্যায় কেওড়াতলা মহাশশ্মানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। টুটু বসুর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ ময়দানের কোচ এবং খেলোয়াড়সহ বিশিষ্ট জনেরা।

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

জীবনদেবতা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক

ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, মধ্য কলকাতা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির

গ্যালাক্সি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত সম্পাদক

জীবনদেবতা সম্মান ডাঃ শেখর ঘোষকে

জীবনদেবতা সম্মান ডাঃ তনুশ্রী কুণ্ডুকে

জীবনদেবতা সম্মান শোভন বোসকে

আবৃত্তিতে প্রিয়জিত ভৌমিক

জীবনদেবতা সম্মান ডঃ সত্যব্রত ভট্টাচার্য্যকে

আবৃত্তিতে নাজিমুল হোসেন মণ্ডল

জীবনদেবতা সম্মান সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে

সঙ্গীতে তরুণ সাহা

জীবনদেবতা সম্মান প্রবীর কর্মকার

সুরলহরী মিউজিক স্কুল

মেঘমিতা কালচারাল ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠান

ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের সঙ্গে বৈঠকে
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষ্ণা বসু, ২৭) বর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য, ৫৫) রুপা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডালিয়া দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296